OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 243 - 249
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গৌণ চরিত্রের আবহে ‘দীপশিখা’ নাটক

বিদ্যুৎ চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক
উত্তর চন্ডিপুর বি.পি. উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), মালদা
Email ID: chowdhurybidyut419@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশিখা, গৌণ চরিত্র।

Abstract
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বাংলা সাহিত্য তথা নাটকের ওপর এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘দীপশিখা’ নাটকের গৌণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের সেই নগ্ন বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। তারা মূলত দুর্ভিক্ষের ছোটো ছোটো খণ্ডচিত্রকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রবন্ধটিতে আছে সাধারণ মানুষের টিকে থাকার লড়াই এবং নারী জাগরণের চিত্র।

Discussion

পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সমসাময়িক ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশব্যাপী পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। প্রাসঙ্গিকতা বা পরিসরের দিক থেকে ঘটনা দুটি তুলনাহীন হলেও এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য বাংলা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি কারণের মধ্যে যুদ্ধও যে অন্যতম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্য তথা নাটকের ইতিহাসে দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক নাটকের যেমন অভাব নেই, তেমন অভাব নেই নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরে দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন সমস্যাগুলির উপস্থাপনা। তবু এরই মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ভিন্নধর্মী নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁর দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক নাটক ‘দীপশিখা’-র প্রতিটি চরিত্রই দুর্ভিক্ষের এক একটি মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। ঘটনা নয়, কেবল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মন্বন্তরের বিভিন্ন দিকের টুকরো টুকরো চিত্রায়ন এবং তারই মধ্যে দিয়ে বাংলাতে ১৩৫০ এর মন্বন্তরের একটি সামগ্রিক গ্রহণযোগ্য চিত্র পরিস্ফুটন এর আগে অথবা পরে প্রায় কোনো নাট্যকারের দ্বারাই সম্ভবপর হয়নি। অথচ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের ইতিহাসে প্রায় অনামী। তবুও তাঁর ‘দীপশিখা’ একাঙ্ক হয়েও মন্বন্তরের সার্বিক চিত্রায়নে যে-কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটককে টেক্কা দিতে সক্ষম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক বাংলায় যে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তারই প্রেক্ষাপটে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দীপশিখা’ নাটকটি রচিত। নাটকটির পরতে পরতে রয়েছে দুর্ভিক্ষের জীবন্ত বর্ণনা। এটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র বর্জিত। কিছু গৌণ চরিত্রের সমষ্টি দুর্ভিক্ষ কেন্দ্রিক একেকটি সমস্যাকে তুলে ধরেছে।

‘দীপশিখা’ নাটকের অন্যতম লতিকা চরিত্রটি। শিক্ষিতা, আধুনিকা হয়েও তার মধ্যে উগ্র কোনো দেখনদারি নেই। মঞ্চে প্রথম আমরা তাকে দেখি—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অতি সাধারণ লালপেড়ে শাড়ি পরনে। দু-হাতে সরু দু-গাছা রুপোর চুড়ি। চোখে-মুখে একটা দীপ্তি ও দৃঢ়তার ভাব। পোশাক-পরিচ্ছদে সাদাসিধে, কিন্তু বেশ চটপটে।"[১]

লতিকা কলেজের ছাত্রী, সামনেই তার পরীক্ষা। কিন্তু স্বজাতির পেটে যখন অন্ন নেই, চারপাশ শবের দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে, সে বই মুখে নিয়ে বসে থাকতে পারেনি। নিজের বিদ্যা, কেরিয়ার সবকিছুকে তুচ্ছ করে পথে নেমেছে। বঞ্চিত-নিপীড়িত-ক্ষুধার্ত মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। নিজেদের অসহায়তার কথা, সর্বোপরি খিদের কথা সে উচ্চ কোনো ক্ষেত্রকে জানাতে চায়। তার জন্য সে এক বিশাল মহিলা বাহিনীও তৈরি করেছে। যারা আইনসভার সভ্যদের কাছে তাদের কথা নিজেদের মুখেই জানাবে। লতিকা নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, তাই নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে সে পুরুষের সাহায্য চায়নি বা তাদের পিছনেও থাকেনি, মাথা উঁচু করে নিজের অধিকার নিজেই বুঝে নিতে চেয়েছে।

দেশের দুর্দশা ও বাংলার ক্ষুধার্ত আবেদন, এই দুই-ই লতিকার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে। সাধারণ লালপেড়ে শাড়ি পরেই সে বাইরে বেড়িয়েছে। যেখানে বাংলার শত শত নারী আবরণের সামান্য বস্ত্রটুকুও জোগাড় করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে নিরাবরণভাবে গৃহের অভ্যন্তরে বা জঙ্গলে গা ঢাকা দিচ্ছে, সেখানে লতিকার কাছে এই সস্তা-সাধারণ শাড়িও মহার্ঘ। তাই বিজলির বক্রোক্তির উত্তরে সে বলে ওঠে—

> "এ তো মিলের সাধারণ শাড়ি, এরই কি দাম কম? তবে তোদের শৌখিন শাড়ির মতো দামি নয়।"[২]

লতিকা নিজের বেশভূষা নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয়, বরং গর্বিত।

বাংলার সমসাময়িক পরিস্থিতিতে লতিকা নিজের কর্তব্যবোধে অবিচলিত থাকে। সে ক্ষুধার্ত - জরাগ্রস্ত মানুষদের সেবার জন্য অনেকগুলি camp তৈরি করে। সেবার দায়িত্ব মানুষের না সরকারের, সে বিতর্কে না গিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা আর্ত ভিখারি-ভিখারিনিদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এমনকি দুর্ভিক্ষে বাবা-মা বা পরিজনহারা বালক বালিকাদের জন্য সে কয়েকটি আশ্রয়-শিবিরও গড়ে তোলে। লতিকার এই মমত্ববোধ, দায়িত্বজ্ঞান, সর্বোপরি একার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বিপন্নের পাশে থাকার মানসিকতা দুর্ভিক্ষের দিনে এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে।

'দীপশিখা' নাটকের প্রারম্ভেই বিজলি চরিত্রের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে। তার বেশভূষা, চলন-বলন বা ব্যবহার সবেতেই সাধারণ মানুষের প্রতি এক ধরণের তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। রাস্তার ফুটপাতে ভিক্ষারত অন্ধ কিংবা ছেলেমেয়ে সহ ভিখারিনি সবাইকেই সে বক্র নজরে দেখে। সে নিজে যে তাদের চেয়ে কতটা উন্নত বারংবার তা জাহির করার চেষ্টা করে। বিজলি শিক্ষিতা, আধুনিকা, কিন্তু তার শিক্ষা তাকে মানবিক করে তুলতে পারেনি, বরং অহংকারী ও উন্নাসিক করে তুলেছে। সে যে সমাজের উঁচু তলার মানুষ, সেরাটুকুতে যে শুধু তারই অধিকার, একথাই সে যেন বারবার মনে করিয়ে দিতে চায়।

বিজলি চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের মুন্সিখানার তেমন কোনো সাক্ষর পাওয়া যায় না। এটি একটি গতে বাঁধা বুর্জোয়া চরিত্র এবং বলা বাহুল্য সমাজের উঁচুতলার প্রতিভূ। বিজলি দরিদ্র ভিখারিদের দেখে নাক সিঁটকোয়, পাছে তাদের উপস্থিতিতে তার রূপের বা সজ্জার কোনো হানি হয়, তাই এদেরকে সযত্নে পরিহার করে। বিজলির চোখে এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। এরা সমাজের জঞ্জাল। তবে বিজলি তার সময় ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অজ্ঞ নয়। বর্তমানে চালের দর কত কিংবা বাজারের বস্ত্রসমস্যার কথাও সে জানে। আবার দেশসেবার প্রসঙ্গে সে লতিকাকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। নাট্যকার বিজলি ও লতিকাকে একে অপরের Foil হিসেবে অঙ্কন করেছেন।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে গ্রামের মানুষ না খেতে পেয়ে দলে দলে শহর কলকাতায় আসতে শুরু করেছিল। তাই কয়েক মাসের মধ্যেই 'কলকাতা শহর যেন শ্মশান হয়ে' উঠেছিল। এদের প্রতি বিজলির মনোভাব ছিল 'অবজ্ঞা' ও 'বিরক্তি' সূচক। আবার সাইরেনের আওয়াজে বিজলি যখন সকলের সাথে এ.আর.পি.-র আশ্রয়স্থলে এসে ঢুকেছিল তখনও সবার কাছে সে নিজেকেই বাঁচাতে গেছিল। বিজলির এই স্বার্থপরতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি মহানগরীর আকাশ 'ক্ষুধিত নরনারীর হৃদয়ভেদী চিৎকারে' ভরে উঠলেও বিজলি তার সাজানো 'ড্রইং রুমে' বসে গান গাইছে। খাবারের প্রার্থনায় অনেকগুলি লোক তাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লে প্রথমে বিজলি তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়, কখনও বা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাদের চোর বদনাম দেয়, আবার কখনও ভিক্ষা না চেয়ে লঙরখানার সামনে খিচুড়ির জন্য লাইন দিতে বলে। এমনকি বিজলির মা যখন সেই মানুষগুলির জন্য নিজে আধপেটা খেয়ে অথবা একবেলা উপোস করে খাবার আনতে চান বিজলি তাকেও বক্রোক্তি করতে ছাড়ে না।

বাংলা ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ মহানগরী কলকাতাতে এক নতুন বৃত্তির জন্ম দিয়েছিল, ভিক্ষাবৃত্তি। শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গ্রামের সম্পন্ন মানুষজন ও তাদের পরিবার শহরে এসে ভিখারিতে পরিণত হয়েছিল। যেমন এই ভিখারিনি চরিত্রটিকেই ধরা যাক। সে গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের গৃহলক্ষ্মী হয়েছিল, কিন্তু পেটের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতায় এসে তার নতুন পরিচয় হয়েছে ভিখারিনি। দুটি অনাহারী ছেলেমেয়েকে নিয়ে সে সারাদিন পথেপথে দু'মুঠো খাদ্যের জন্য ঘুরে বেড়ায়। কখনও বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা সুসজ্জিত কোনো তরুণীর সামনে হাত পাতে। আবার কখনও কোনো মজুতদারের গুদামের সামনে রাশীকৃত চালের বস্তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে। তবে তার বর্তমান পরিচয় যাইহোক, সে যে সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের বউ তার প্রমাণ আমরা অনেক জায়গাতেই পাই।

প্রথম দৃশ্যে তার ছেলেমেয়েরা যখন লতিকার শাড়ী ধরে দুটি পয়সার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিল তা দেখে লতিকা চরম বিরক্তি প্রকাশ করে। লতিকার এই বিরক্তি ভিখারিনি মেনে নিতে পারে না। সে তার নিজের ছেলেমেয়ের গালেই চড় বসিয়ে দেয়। ভিখারিনি এই চড় আসলে দিতে চায় সমাজের গালে। যেখানে Haves এবং Have nots এর চিরন্তন দ্বন্দ্বে দুটি অন্নের আশায় গৃহস্থ বধূ আজ ঘরছাড়া হয়ে পথে নেমেছে। আবার পরক্ষণেই তার ছেলেমেয়েরা যখন একটি বালকের আইসক্রিম খাবার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাদেরকে শাসন করে বলে 'ছিঃ, বাবুদের ছেলেরা যা খায় তা বুঝি চাইতে আছে?' এতেই একজন প্রকৃত মায়ের ধর্ম সে পালন করে। ভিক্ষা করতে নেমেও সে যে তার স্বাভাবিক জ্ঞান ও মানবিকতা ভুলে যায়নি— এটাই তার প্রমাণ।

শহরের পথে পথে ঘুরে ভিখারিনি অবশেষে মহাজনের চালের গুদামের সামনে কিছুটা চাল রাস্তায় পড়ে যেতে দেখে। আশায় বুক বেঁধে সে অপেক্ষায় থাকে কীভাবে সকলের নজর এড়িয়ে চালটা সে নেবে। আমরা দেখি চাল কুড়িয়ে নেবার পর 'একমুঠো চাল সে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল—চালের গন্ধে তার মুখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল।' কিন্তু ভিখারিনি শেষরক্ষা করতে পারল না। গুদামের মহাজন চাল সমেত ধরে ফেলল এবং তাকে চোর বলে অপবাদ দিল। ভিখারিনি প্রথমে মহাজনের সামনে মিনতি করলেও পরে যেন কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েই বলে ওঠে—

> "বাবু গো, আমি চোর নই। ছিলেম বড়ো চাষি-বউ। পেটের জ্বালায় কলকাতায় চলে এসেছি। এখন আমি ভিক্ষে করেই খাই। আকালে আর ভিক্ষে মিলছে না। বাচ্চা দুটো দু-দিন ধরে না খেয়ে খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। এমন কিছুই নেই ওদের মুখে তুলে দিই। রাস্তায় পড়ে তোমার যে চাল নষ্ট হচ্ছিল তা-ই আমি কুড়িয়ে নিচ্ছিলুম। আমি চোর নই, বাবু, আমায় ছেড়ে দাও, আমি চোর নই।"[৩]

শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে না পেরে আত্মরক্ষার জন্য সে মহাজনের হাত কামড়ে দেয় এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ভিখারিনি এবার না বুঝেই আইনসভার মিছিলে যোগ দেয়। কিন্তু তার মধ্যেই সাইরেন বেজে ওঠায় সকলেই চমকে উঠে এ.আর.পি-র আশ্রয়স্থলে এসে জড়ো হয়। আবার তৃতীয় দৃশ্যে ভিখারিনির দেখা পাই। ছেলেমেয়ে সমেত সে বিজলিদের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে আসে। বিজলি তাদের তাড়াতে উদ্যত হলেও তার মা কিন্তু এই 'বুভুক্ষিত নারী ও তার শিশুপুত্র-কন্যাকে' ভাত-ডাল-তরকারি দেন। কিন্তু তা দেখতে পেয়ে অন্য একদল নরনারী তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। যার ফলে সেই ভাত ভিখারিনি এবং তার ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছোয় না। রাস্তায় পড়ে যায়।

নাটকের শেষভাগে এসে এই সাধারণ ভিখারিনিই যেন অসাধারণ হয়ে ওঠে। স্ট্রেচারে শুইয়ে তাকে হাসপাতালে আনা হলে, ডাক্তার ঘোষণা করেন 'Simple starvation Case এবং তাকে দুধ-বার্লি' ডায়েটের নিদান দেন। দুধের গ্লাস দেখে ভিখারিনির মধ্যে এক আনন্দের ভাব জেগে ওঠে। কারণ আজ বহুদিন পর সে খেতে পেয়েছে। কিন্তু একটু পরেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার মুখের ভাব বদলে যায়। ঘর-বার খুইয়ে শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে পথে নেমেছিল। কিন্তু পথ তার ছেলেমেয়ে দুটিকেও কেড়ে নিয়েছে। না খেতে পেয়ে চোখের সামনেই তার ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে—

> "মায়ের চোখের সামনে সন্তানেরা না খেতে পেয়ে মরার যে কী কষ্ট, তুমি বুঝবে না। আহা—মরবার সময়ও খেতে চেয়েছিল, আমি মুখে কিছুই তুলে দিতে পারিনি। লোক দিলে, কিন্তু বেঁচে থাকতে কেউ দিলে না। মরা ছেলে দেখে ভদ্দরলোকদের দয়া হল, আমার মানিককে পোড়াবার জন্য তারা পয়সা দিয়ে গেল।"[৪]

আর তার মেয়ে নীলা নিরুদ্দেশে। এই দু'য়ের দুঃখে জর্জরিত হয়ে ভিখারিনি প্রায় পাগলসম হয়ে উঠেছে। একে উপবাসের দরুন শরীর অত্যন্ত দুর্বল। তার ওপর না খাবার জন্য তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। শেষে লতিকা তার মেয়েকে খুঁজে এনে দেবে, এ কথায় ভুলিয়ে তাকে খানিকটা দুধ-বার্লি খাওয়াতে পারে। ছেলে হারিয়ে অর্ধপাগলিনী ভিখারি এবার তার নিরুদ্দিষ্ট মেয়ে খোঁজবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। সে 'আত্মরক্ষা সমিতির শিশু শিবিরে' প্রবেশ করে একে একে সব বাচ্চাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। কিন্তু তাকে না পেয়ে বলে ওঠে—

> "আমি জানতুম, আমি জানতুম, তোমরা তাকে পাবে না। সে অভিমান করে চলে গেছে। মা হয়ে আমি তাকে খেতে দিতে পারিনি, সে থাকবে কেন...।"[৫]

কিন্তু শেষপর্যন্ত লতিকার তৎপরতায় ভিখারিনি তার মেয়ে নীলাকে খুঁজে পায় এবং তাকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। এখানেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।

'দীপশিখা' নাটকে ভিখারিনি চরিত্রের অনেকগুলি শেড রয়েছে। পরিস্থিতির প্রতিকূলতার দরুন সে পথে এসে পড়েছে। তবুও তার স্বাভাবিক নারীসুলভ কোমল গুণগুলি ক্ষুণ্ণ হয়নি। ছেলেমেয়েদের শাসনে তার মধ্যে যে অভিভাবকের ভূমিকা আমরা দেখি, মহাজনের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য তার সংগ্রামী, জেদি, জোরালো কণ্ঠটি আমরা শুনতে পাই। আবার সন্তানের দুঃখে মায়ের সেই চিরন্তন কষ্টভোগ, শিশু-শিবিরের বাচ্চাদের প্রতি করুণাময়ী সুধামূর্তি সবই ভিখারিনি চরিত্রে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে এই চরিত্র সম্পূর্ণ ও বাস্তবিক একটি চরিত্র।

প্রথম দৃশ্যের শেষভাগে মহাজনের আবির্ভাব। এই মহাজন মহৎ কোনো ব্যক্তি নন, চাল ও সুদের কারবারি। মহাজন চরিত্রটি সম্পর্কে নাট্যকার জানিয়েছেন—

> "গলায় তুলসীর মালা, ফোঁটা-তিলক কাটা। পায়ে চটি। পরনে ময়লা কাপড়।"[৬]

মহাজন ভড়ং করে সারাদিন 'হরিনাম' জপ করে। অথচ জীবসেবায় তার বড়ো অনীহা। এমনকি ভিখারিকে দুটো পয়সা দিতেও সে নারাজ। তার চরিত্রের ইতরতা সীমা অতিক্রম করে যায় যখন রাস্তায় পড়ে থাকা কিছুটা চালও ভিখারিনির কাছ থেকে সে জোর করে কেড়ে নেয়। মন্বন্তরের সময় ধনী আরও ধনীতে, আর নির্ধন ভিখারিতে পরিণত হয়েছিল। মহাজনের মতো চরিত্রগুলি লোভী, নির্মম ও অর্থপিশাচ। এরা অন্যকে ঠকিয়ে বাঁচতে জানে। নির্ধনের কঙ্কালের ওপর এদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। সামান্য মানবিকতা বোধও এদের নেই। গাড়ি থেকে চলের বস্তা খালাস করার সময় কিছুটা চাল মুটেদের অসাবধানে ও অগোচরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। বেওয়ারিশ কিছুটা চাল রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ভিখারিনি ও তার মেয়ে গরম ভাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। চালগুলি কুড়িয়ে নেওয়ার সময় তা মুটেদের নজরে এলেও মানবতার খাতিরে ২য় মুটে বলে উঠেছিল—

> "নিক গে, গরিব মানুষ খেয়ে বাঁচবে। চ'।"[৭]

কিন্তু মহাজনের নির্মম ব্যবহার তার সেই সহৃদয়তার ওপার জল ঢেলে দিয়েছিল। প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েও সে চালগুলি ভিখারিনির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, চোর অপবাদ দিয়ে তাকে থানা-পুলিশ করবারও ভয় দেখিয়েছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনকড়ি মহাজনের এরূপ ব্যবহারের নিন্দে করলেও মহাজন তাতে নিরস্ত হয়নি বা 'দু-দশ মণ চাল গরিবকে বিলিয়ে' দিতে বললেও তাতে সম্মত হয়নি। বোমার আওয়াজে এ.আর.পি.-র আশ্রয়স্থলে এসে আশ্রয় নিয়েও সে ভিখারিনিকে শিক্ষা দেবার কথা ভাবছিল। এমনকি অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে চরম বিপদের সময়ও নিজের কথা না ভেবে তার চালের গুদাম ও দোকান যাতে সুরক্ষিত থাকে ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করছিল।

মনুষ্যসৃষ্ট ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের অন্যতম হোতা ছিল বাঙালি আড়তদার, মজুতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রমুখ। চাহিদার তুলনায় চালের জোগানকে ইচ্ছে করে চেপে দিয়ে এরা চালের দর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছিল। শুধুমাত্র নিজেদের লাভের জন্য একটা গোটা প্রজন্মকে এরা মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ইতিহাসে এদের কথা কালো অক্ষরে লেখা থাকবে।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বিজলির মা চরিত্রটির সাথে দর্শকের প্রথম পরিচয় ঘাটে। একদল আর্ত ভিখারিনি দু'মুঠো ভাতের আশায় বিজলিদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বিজলি তাদের চোর অপবাদ দিয়ে তাড়াতে উদ্যত হলে বিজলির মা ত্রাতারূপে অবতীর্ণ হন। বিজলির বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই অর্ধভুক্ত বা উপবাসে থেকে নিজের ভাগের খাবার নিরন্নদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এভাবে নিজের পাতের অন্ন অন্যের মুখে তুলে দেবার জন্য বিজলি তাকে বিদ্রূপ করে। তবুও মা দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'একজন বাঁচলেও তো বাঁচবে।'

বিজলির মা চরিত্রটি নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সুনিপুণ রচনা। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও সার্বজনীন মাতৃরূপটি তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। অতি আধুনিকা শিক্ষিতা হয়েও বিজলি যাদেরকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে সেই 'বুভুক্ষিত নরনারীদের' জন্য বিজলির মা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বৃহৎ কোনো কর্মকাণ্ডের হোতা না হয়েও নিজের বরাদ্দ খাবার থেকে অর্ধেকেরও বেশি অন্ন অন্যকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে তার উদার মানসিকতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তৎকালীন পটভূমিকায় বিরল তো বটেই।

প্রথম দৃশ্যের একেবারে শেষ অংশে তিনকড়ির প্রবেশ। তখনকার দিনে তো বটেই আজকালকার দিনেও আমাদের আশেপাশে এই রকম চরিত্রের আনাগোনা বেশি। এরা কারও ভালো দেখতে পারে না, অন্যকে কুপরামর্শ দিয়ে তাকে ক্ষতির মুখে ফেলতে চায়, কিন্তু সচরাচর নিজে সরাসরি ক্ষতি করে না। আশেপাশে যা ঘটছে তিনকড়ি সবকিছুকেই ব্যঙ্গ করে। প্রথম সে মহাজনকে বলে ভিখারিনির হাত থেকে চাল কেড়ে নেওয়া তার উচিত হয়নি। আমরা ভাবতে পারি, তিনকড়ি হয়তো নিরন্নদের প্রতি দরদি। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিরন্ন জনতার মিছিলকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে—

> "কালে কালে কতই দেখব। (ব্যঙ্গ করে) এ নাকি ক্ষুধিতের অভিযান।"[৮]

ভিখারিনির কামড়ে মহাজনের জখম হওয়াকে সে নকল সমবেদনা জানায়। আবার মহাজনের গলার কণ্ঠি ছেড়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিছু চাল গরিবদের বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলে। পরামর্শটি সৎ হলেও তিনকড়ির উদ্দেশ্য সৎ নয়। একদিকে চালদানের কথা বলে। আবার অন্যদিকে চালের দর আরও বাড়ানোর মন্ত্রণা দেয়। আসলে তিনকড়ির মতো লোকেরা মধ্যস্বত্বভোগী দালাল। এরা অন্যের দুঃখে আনন্দ পায়, যা প্রায় Sadistic Pleasure এর সমান। আবার মহাজনের হাতের যন্ত্রণায় সে পিছন থেকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।

আবার এ.আর.পি-র আশ্রয়স্থলেও তিনকড়ি মহাজনের সাথে ধরা পড়ে। মহাজন যখন নিজের দোকানের চিন্তায় মগ্ন তখন তিনকড়ি তাকে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে—

> "অত ভাবছ কেন? দোকান তোমার নারায়ণই রক্ষা করবেন।"[৯]

শেষে মহাজনের কণ্ঠ না ফুটলেও তিনকড়ি লতিকার সাথে কণ্ঠ মেলায়।

তিনকড়ি চরিত্রটি অল্প সময়ের জন্য মঞ্চে এলেও অভিনয় গুণে একটি দাগী, কুটিল চরিত্র হয়ে ওঠে। তার স্বল্প কথার অনেক অর্থ। এ দিকের বিচারে তিনকড়ি গৌণ চরিত্র হয়েও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'দীপশিখা' নাটকে ড. চ্যাটার্জি একটি অন্যতম চরিত্র। খুব সামান্য পরিসরে তার অবস্থান। তার সংলাপও নাতিদীর্ঘ। তবুও মানবিক গুণাবলির আবিষ্টে তিনি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছেন। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে আমরা দেখি, লতিকা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও কয়েকজন তরুণ যুবক-যুবতী মিলে একটি সেবাকেন্দ্র খুলেছে। মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে দান, ডোনেশনের ওপর ভিত্তি করে অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষকে সেবাদান করাই এদের কাজ। ড. চ্যাটার্জি নিজে একজন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। তবুও সময়ের দাবিতে তাঁর ভিউটির বাইরের বাকি সময়টা তিনি এসব ব্যক্তিগত সেবাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তিনি বিনামূল্যে ঐচ্ছিক শ্রম দিয়ে অভুক্ত মানুষগুলিকে সুস্থ করতে চাইছেন। লতিকার সাথে তার কথোপকথনে আমরা জানতে পারি, সরকার যাদের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি। নিজের বিদ্যার সাহায্যে তিনি যাতে এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন, এটাই তাঁর প্রচেষ্টা। তিনি আমাদের অন্যতম প্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

বালক চরিত্র সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের প্রতিভূ। নাটকে বালক চরিত্রটিকে আমরা দেখি আইসক্রিম কিনে তা ভিখারিনির ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। আর তাদের সামনে আইসক্রিম বাড়িয়ে দিয়ে বলে 'এই খাবি?' কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটি হাত বাড়াতেই আইসক্রিম কাছে টেনে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে 'ইস, শখ দেখো।' বালক-বালিকাদের আমরা ভগবানের রূপ বলে মনে করি, কারণ তারা সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত। কিন্তু 'দীপশিখায়' এর বিপরীত রূপটাই আমরা দেখতে পাই। বড়োরা তো বটেই, এই বালকটির মনেও অন্যের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই। তার পিতামাতার শিক্ষার দরুনই হোক কিংবা চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে, ছেলেটি সবাইকে বঞ্চিত করতে শিখেছে। নিজের ভাগ থেকে অন্যকে দেওয়া অথবা সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়া, ছেলেটি এইসব সাধারণ বোধ রহিত। এমনকি সে যখন চলেও গেল তখনও ভিখারিনির ছেলেমেয়েদের পা তুলে লাথি দেখাতে দেখাতে গেল। বালকটির নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় এতে মেলে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সাইরেনের শব্দে সবাই যখন এ.আর.পি-র আশ্রয়স্থলে ঠাঁই নেয় অখন এই সিভিক গার্ডকে আমরা দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ হয়েও সে অন্য কাউকে সহ্য করতে পারে না। আবার ভয় দেখাবার জন্য হুমকি দিয়ে বলে ওঠে, —

> "বেশ বেশ। দেখে নেব কাল চাল আনতে গেলে।"[১০]

এরা আসলে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে লাইন ম্যানেজার এবং বলা ভালো কন্ট্রোলের চালের দালালও বটে। কী করে ছলে-বলে-কৌশলে অন্যেরটা আত্মসাৎ করা যায়, সেটাই এদের প্রধান লক্ষ্য। দুর্ভিক্ষের সময় এইসব সিভিক গার্ডদের চোখ রাঙানি ছিল সবচেয়ে বেশি। এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। সাধারণ মানুষকে যে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে হতো তাতে এদের ভূমিকাও কম নয়।

'দীপশিখা' নাটকের প্রায় সবকটি চরিত্রই মহিলা চরিত্র। অন্যভাবে বললে নাট্যকার নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকে উপস্থাপন করেছেন। এই নারীরা কখনও স্নেহময়ী মা, কখনও উগ্র আধুনিকা, কখনও আবার সংগ্রামী তরুণী কিংবা আর্তের সেবায় নিয়োজিত মহিলা ডাক্তার। দিগিনবাবুর বাচনভঙ্গি অত্যন্ত ঝরঝরে। চরিত্রের প্রথম পদার্পণেই তিনি তাঁর যথাযথ বর্ণনা দিয়ে দেন। ফলে চরিত্রটিকে বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। আর নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্বন্তরকে দেখা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। মন্বন্তরের প্রায় কোনো সাহিত্যিকই এই কাজটি করেননি। নারী স্বাধীনতা কিংবা সমানাধিকার নিয়ে আজ আমরা এত গর্জে উঠছি, কিন্তু স্বাধীনতার অনেক আগে দিগিনবাবু সকলের অলক্ষে সেই কাজটি করে গেছেন, যা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নারী স্বাধীনতার এক মূল্যবান দলিলও বটে।

Reference:

১. পাল, মধুময় (সম্পাদনা), 'পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং', পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ১১৪ এন, ডা. এস.সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২৪৭
২. তদেব, পৃ. ২৪৭
৩. তদেব, পৃ. ২৫২-৫৩
৪. তদেব, পৃ. ২৬৬
৫. তদেব, পৃ. ২৭৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. তদেব, পৃ. ২৫১
৭. তদেব, পৃ. ২৫২
৮. তদেব, পৃ. ২৫৫
৯. তদেব, পৃ. ২৫৮
১০. তদেব, পৃ. ২৫৬